দ্বিতীয় অধ্যায়

ধারণার উৎপত্তি সম্পর্কে

(Of the Origin of Ideas)

১। হিউমের আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ :

হিউম বলেন প্রত্যেক ব্যক্তিই একথা স্বীকার করবেন যে যখন কোন ব্যক্তি প্রচণ্ড তাপের বেদনা অনুভব করে বা মাঝামাঝি মাত্রার অর্থাৎ সহনীয় উষ্ণতার সুখের অনুভূতি লাভ করে এবং যখন পরবর্তী সময়ে এই সংবেদনের বিষয়টিকে স্মৃতিতে পুনরুদ্রেক করে বা তার কল্পনার সাহায্যে তাকে আবার প্রত্যাশা বা উপলব্ধি করে—তখন মনের এই প্রত্যক্ষণগুলির মধ্যে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে বলা যেতে পারে।

বাস্তব সংবেদন, স্মরণ ও কল্পনার মধ্যে পার্থক্য

ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে প্রত্যক্ষণ ঘটেছে স্মৃতি এবং কল্পনা তাকে অনুকরণ করলেও করতে পারে। কিন্তু মূল প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে যে শক্তি এবং সজীবতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে, স্মৃতি এবং কল্পনা তাকে কখনও জাগিয়ে তুলতে পারে না। খুব বেশী করে বলতে গেলেও বলা যেতে পারে যে, যখন স্মৃতি এবং কল্পনা অতি মাত্রায় সক্রিয় হয় এবং তারা তাদের বিষয়কে এমন প্রাণবন্তভাবে উপস্থাপিত করে তখন হয়ত আমরা বলে উঠি, আমরা ত বিষয়টিকে প্রায় অনুভব করছি বা প্রত্যক্ষ করছি, অর্থাৎ বিষয়টি যেন বাস্তব প্রত্যক্ষণের মতনই অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু হিউম যা বলতে চান তা হল, মন যদি ব্যাধির দ্বারা পীড়িত বা উন্মত্ততার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার ভারসাম্য হারিয়ে না ফেলে, তাহলে স্মৃতি এবং কল্পনা, মনের এই দুই বৃত্তি কখনও এমন স্পষ্টতা ও সজীবতার স্তরে এসে পৌঁছতে হতে পারবে না যাতে বাস্তব সংবেদন এবং স্মৃতিতে সেই সংবেদনের পুনরুদ্রেক বা কল্পনায় তাকে অনুভব—এই দুই প্রত্যক্ষণের মধ্যে কোন পার্থক্যই নেই, এমন কথা বলা যেতে পারে। কবি তার মনের রঙে যত চমৎকার ভাবেই প্রাকৃতিক বস্তুকে চিত্রিত করুক না কেন অর্থাৎ যত মনোরম বা আকর্ষণীয় ভাষায় তার বর্ণনা করুক না কেন, সেই বর্ণনাকে ত একটি বাস্তব ভূদৃশ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে না। লেখক তার বর্ণনা-ক্ষমতার দ্বারা কোন একটি বিষয়কে আমাদের চোখের সামনে এমন সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন যেন মনে হয় বিষয়টি আমার চোখের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে চোখের সাহায্যে সেই বস্তুটি দেখলে যে সংবেদন ঘটে, সেই বাস্তব সংবেদনের সঙ্গে তা তুলনীয় হতে পারে কি? সেই কারণে হিউম বলেন, "সবচেয়ে সজীব বা প্রাণবন্ত চিন্তন সবচেয়ে নিস্তেজ সংবেদনের তুলনায় নিম্নতর বা হীনতর" (**the most lively thought is still inferior to the dullest sensation**)।

Scanned by CamScanner

মনের অন্যান্য প্রত্যক্ষণগুলির দিকে লক্ষ্য করলেও আমরা অনুরূপ পার্থক্যের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হতে পারি। কোন ব্যক্তি যিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর মধ্যে যে সক্রিয়তা আমরা দেখতে পাব, কোন ব্যক্তি যিনি শুধুমাত্র ক্রোধের কথা মনে মনে ভাবছেন, তার মধ্যে তা দেখতে পাব না। দুই-এর মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। হিউম আর একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে সুস্পষ্ট করে তোলার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি বলেন যে, কোন মানুষ প্রেমে পড়েছে একথা কেউ বললে তার কথার অর্থ আমরা সহজেই বুঝতে পারি এবং ব্যক্তিটির অবস্থারও একটা ধারণা করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে প্রেমরূপ আবেগ যে মানসিক উত্তেজনা এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, তার সঙ্গে পূর্বে যে ধারণার কথা বলা হয়েছে, উভয়কে অভিন্ন গণ্য করতে পারি না। হিউম বলেন, আমরা যখন আমাদের অতীত আবেগ এবং অনুভূতি নিয়ে চিন্তা বা মনন করি তখন আমাদের চিন্তন একটি বিশ্বস্ত দর্পণের মত ক্রিয়া করে। অর্থাৎ কোন অবিকৃত দর্পণ যেমন ব্যক্তির মুখাবয়বকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে তেমনি আমাদের চিন্তনও অতীত আবেগ এবং অনুভূতিকে অর্থাৎ তার চিন্তনের বস্তুকে যথাযথভাবে অনুকরণ বা নকল করে কিন্তু মূল প্রত্যক্ষণগুলি যেভাবে আমাদের কাছে ধরা পড়েছিল, চিন্তন তাদের সেইভাবে কখনও উপস্থিত করতে পারে না। পূর্ব প্রত্যক্ষণের তুলনায় তাদের ক্ষীণ বা অস্পষ্ট ও নিস্তেজ মনে হয়। হিউম বলেন যে, উভয়ের মধ্যে যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান তার জন্য কোন দার্শনিক চিন্তার প্রয়োজন হয় না।

মূল প্রত্যক্ষণকে চিন্তন কখনও অবিকল ভাবে উপস্থিত করতে পারে না

হিউম সেই কারণে, মনের সব প্রত্যক্ষণকে দুটি শ্রেণী বা প্রজাতিতে বিভক্ত করার কথা বলেন। এই দুটি শ্রেণীকে স্পষ্টতা (force) এবং সজীবতার মাত্রার দিক থেকে পরস্পরের থেকে পৃথক করা চলে। তাঁর মতে যেগুলি কম স্পষ্ট এবং সজীব সেগুলিকে সাধারণভাবে চিন্তন বা ধারণা (Thoughts and Ideas) নামে অভিহিত করা যেতে পারে; অপরগুলিকে তিনি ইন্দ্রিয়জ (Impressions) নামে অভিহিত করেছেন। হিউম স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে, ইংরেজী 'Impressions' শব্দটি সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহৃত হয় তার থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র অর্থে শব্দটিকে তিনি ব্যবহার করেছেন।

প্রত্যক্ষণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—ধারণা এবং ইন্দ্রিয়জ

হিউম বলেন, "ইন্দ্রিয়জ বলতে আমি বুঝি আমাদের সব সজীবতর প্রত্যক্ষণ, যখন আমরা শুনি, দেখি, অনুভব করি, কামনা করি বা সংকল্প করি। আর ধারণা হল কম সজীব প্রত্যক্ষণ যার সম্পর্কে আমরা যখন উপরিউক্ত সংবেদনের কোন একটি সম্পর্কে চিন্তা করি তখন সচেতন হই।"

ইন্দ্রিয়জ ও ধারণার পার্থক্য

Scanned by CamScanner

হিউম বলেন, প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে মানুষের চিন্তন ক্ষমতার মত এমন অপরিসীম স্বাধীনতা বোধ হয় আর কোন কিছু নেই। কোন রকম ক্ষমতাই একে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। মানুষের সব রকম নিয়ন্ত্রণ থেকে সে মুক্ত।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের চিন্তন ক্ষমতার স্বাধীনতা অসীম মনে হয়

যদিও আমাদের এই দেহ একটি বিশেষ গ্রহে সীমাবদ্ধ এবং এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে নানা দুঃখ ও অসুবিধা তাকে ভোগ করতে হয়, চিন্তন কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আমাদের এই বিশ্বজগতের অতি দূরবর্তী স্থানে বা এই বিশ্বজগতকে অতিক্রম করে সীমাহীন বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিয়ে যেতে পারে—যেখানে মনে হয় প্রকৃতির এক চরম বিভ্রান্তিকর অবস্থা। যা আমরা কখনও দেখিনি বা শুনিনি তারও ধারণা করা চলে। যা চরম অসংগতিপূর্ণ তাছাড়া আর সবই চিন্তন ক্ষমতার আওতার মধ্যে।

কিন্তু যদিও আমাদের চিন্তন ক্ষমতার এই অসীম স্বাধীনতা আছে বলে মনে হয়, একটু পরীক্ষা করলেই দেখতে পাব যে খুব সংকীর্ণ সীমার মধ্যে এটি প্রকৃত পক্ষে আটক

চিন্তন ক্ষমতার সীমা

রয়েছে এবং মানুষের মনের সৃষ্টিমূলক ক্ষমতা বলে যাকে আমরা অভিহিত করি, সেটি আসলে ইন্দ্রিয় এবং অভিজ্ঞতা প্রদত্ত উপাদানকে একত্রিত করা, তাদের স্থান পরিবর্তন করা—তাদের বাড়ান বা কমান রূপ ক্রিয়া ছাড়া অধিক কিছু নয়। যখন আমরা একটা সোনার পাহাড়ের কথা চিন্তা করি, আমরা সোনা আর পাহাড় এই দুটি সংগতিপূর্ণ ধারণাকে একত্র করি, যে দুটির সঙ্গে আমরা পূর্ব থেকেই পরিচিত। একটি সৎ-অশ্বের কথা আমরা ধারণা করতে পারি—কারণ আমাদের নিজেদের অনুভূতির সাহায্যেই আমরা সততার ধারণা করতে পারি এবং যে অশ্ব আমাদের কাছে একটি অতি পরিচিত প্রাণী তার আকার এবং আকৃতির সঙ্গে তাকে যুক্ত করে দিতে পারি। সংক্ষেপে চিন্তনের সব উপাদানই হয় আমাদের বাহ্য (outward) নয় ত আন্তর (inward) অনুভব থেকে উৎপন্ন হয়; এদের সংমিশ্রণ এবং গঠনের বিষয়টি কেবলমাত্র মন এবং ইচ্ছার অন্তর্ভুক্ত। হিউম দর্শনের ভাষায় তাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেছেন, আমাদের সব ধারণা বা ক্ষীণতর প্রত্যক্ষণ আমাদের ইন্দ্রিয়জ বা সজীবতর প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিরূপ (all our ideas or more feeble perceptions are copies of our impressions or more lively ones)।

বিষয়টিকে প্রমাণ করার জন্য হিউম নিম্নলিখিত দুটি যুক্তির উল্লেখ করেছেন। **প্রথমতঃ**, যখন আমরা আমাদের চিন্তন বা ধারণাকে .বিশ্লেষণ করি, সেই ধারণা বা চিন্তন যতই যৌগিক বা মহান হোক না কেন, দেখা যায় যে তারা এমন কতকগুলি

Scanned by CamScanner

সরল ধারণাতে বিশ্লিষ্ট হয়েছে, যেগুলি পূর্ববর্তী কোন অনুভূতি বা আবেগের নকল বা প্রতিরূপ। এমন কি সেইসব ধারণা, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এভাবে উৎপন্ন হয়নি, তাদেরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলে এর থেকে উৎপন্ন বলে মনে হবে। হিউম ঈশ্বরের ধারণার উল্লেখ করেছেন। ঈশ্বরের ধারণার অর্থ হল এক অসীম বুদ্ধিমান, জ্ঞানী এবং সৎ সত্তার ধারণা। কিন্তু আমাদের নিজেদের মনের ক্রিয়ার মননের উপর নির্ভর করেই এই ঈশ্বরের ধারণার উৎপত্তি। আমাদের মধ্যে যে সততা এবং জ্ঞান বা বিজ্ঞতা রূপ গুণগুলি দেখতে পাই তাদের সীমাহীন ভাবে বর্ধিত করেই আমরা ঈশ্বরের ধারণা গঠন করি। যতদূর খুশি আমরা আমাদের এই অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু আমরা শেষ পর্যন্ত দেখতে পাব প্রতিটি ধারণা, যেটিকে আমরা পরীক্ষা করি না কেন, অনুরূপ ইন্দ্রিয়জের নকল বা প্রতিরূপ (every idea which we examine is copied from a similar impression)। হিউম বলেন যে, যাঁরা এই বিষয়টিকে সার্বিকভাবে সত্য বলে গ্রহণ করতে চান না বা এর ব্যতিক্রম আছে বলে মনে করেন, তাদের তিনি তাঁর বক্তব্যকে খণ্ডন করার জন্য খুব একটি সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করতে বলেছেন—সেই পদ্ধতিটি হল, এমন একটি ধারণার কথা ব্যক্ত করা যেটির উপরিউক্ত উৎস থেকে উৎপত্তি ঘটে নি। সেক্ষেত্রে হিউম মনে করেন যে তাঁর মতবাদের সত্যতা রক্ষার জন্য তাকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সেই ইন্দ্রিয়জ বা সজীব প্রত্যক্ষণটি উৎপন্ন করার জন্য, যার সঙ্গে ধারণাটির সামঞ্জস্য রয়েছে।

বিষয়টিকে প্রমাণের জন্য প্রথম যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, হিউম বলেন যে, কোন ব্যক্তি যদি তাঁর কোন ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটির জন্য কোন এক ধরনের সংবেদন লাভ করতে অসমর্থ হয়, তখন দেখা যায় যে সেই ব্যক্তি সেই সংবেদনের অনুরূপ ধারণা গঠন করতেও অসমর্থ হয়।

একজন অন্ধ ব্যক্তি বর্ণের কোন ধারণা বা একজন বধির ব্যক্তি শব্দের কোন ধারণা গঠন করতে পারে না। এই দু'জনের, যার যে বিষয়ে ইন্দ্রিয়জনিত ত্রুটি রয়েছে, সেই ত্রুটি যদি দূর করা যায় এবং সেই সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যে সংবেদন লাভ কারা যায় তার সুযোগ করে দেওয়া যায়, দেখা যাবে যে তারা সেই সেই সংবেদনের অনুরূপ ধারণা গঠন করতে সমর্থ হবে এবং অন্ধব্যক্তির পক্ষে বর্ণ কি এবং বধিয়ের পক্ষে শব্দ কি, বোঝা আর কঠিন হবে না। একই ব্যাপার ঘটবে যদি কোন বস্তু, যা কোন সংবেদন উৎপন্ন করার ব্যাপারে যথাযথ বস্তু, তাকে কোন ইন্দ্রিয়ের ক্ষেত্রে কখনও প্রয়োগ করা না হয়ে থাকে। মানুষের আবেগের ক্ষেত্রেও এই সত্য কার্যকর বলে হিউম মনে করেন। তাঁর মতে শান্ত আচরণে অভ্যস্ত ব্যক্তি

দ্বিতীয় যুক্তি

Scanned by CamScanner

প্রচণ্ড প্রতিহিংসা বা নিষ্ঠুরতার কোন ধারণাই করতে পারে না। স্বার্থপর হৃদয় মহানুভবতা বা বন্ধুত্বের পরিপূর্ণ বা চরম রূপটির ধারণা সহজে করতে পারে না। মোট কথা, ইন্দ্রিয়জ ধারণার পূর্ববর্তী। যেখানে ইন্দ্রিয়জ নেই, সেখানে ধারণা থাকতে পারে না।

হিউম অবশ্য এই নিয়মের একটি ব্যতিক্রম স্বীকার করেন। সেটি প্রমাণ করে যে অনুরূপ ইন্দ্রিয়জের উপর নির্ভর না করেও ধারণার উৎপত্তি একেবারে অসম্ভব নয়।

একটি ব্যতিক্রমের উল্লেখ : ইন্দ্রিয়জের উপর নির্ভর না করেও ধারণার উৎপত্তি

হিউম বলেন যে চোখে দেখে আমরা বর্ণের যে বিভিন্ন ধরনের ধারণা গঠন করি বা কানে শুনে শব্দের যে বিভিন্ন রকম ধারণা করে থাকি তারা বাস্তবিকই পরস্পরের থেকে স্বতন্ত্র, যদিও তাদের মধ্যে মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায়। এখন একথা যদি বিভিন্ন বর্ণ সম্পর্কে সত্য হয় তাহলে একই বর্ণের বিভিন্ন মাত্রা (different shades of the same colour) সম্পর্কেও তা সত্য হবে। অর্থাৎ আমাদের মেনে নিতে হবে বর্ণের প্রতিটি মাত্রা অবশিষ্ট মাত্রাগুলির উপর কোন ভাবে নির্ভর না করে একটি স্বতন্ত্র ধারণা উৎপন্ন করতে সক্ষম হবে।

হিউম বলেন, মনে করা যাক এমন একজন ব্যক্তি আছেন যিনি তিরিশ বৎসর ধরে তাঁর দৃষ্টি শক্তির অধিকারী। এই ব্যক্তি সব রকম বর্ণের সঙ্গে পরিচিত, শুধুমাত্র নীল রঙের কোন বিশেষ একটি মাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য তার ঘটে নি। এখন যদি সেই ব্যক্তির কাছে নীল রঙের বিভিন্ন মাত্রাগুলিকে খুব গভীর থেকে ক্রমশঃ ফিকে হয়ে এসেছে—এই ক্রম অনুসারে সাজান অবস্থায় উপস্থাপিত করা হয় এবং যে নীল রঙের মাত্রাটির সঙ্গে তিনি অপরিচিত সেটি ঐ ক্রম থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে এটা খুব স্পষ্ট যে ঐ ক্রমে ঠিক যেখানে নীল রঙের ঐ মাত্রাটি উপস্থিত থাকার কথা অথচ নেই, সেখানে তিনি একটা ফাঁক রয়েছে প্রত্যক্ষ করবেন। এটাও তাঁর বোধগম্য হবে যে অন্যান্য স্থানে যে রঙগুলি কাছাকাছি রয়েছে তার তুলনায় ঐ জায়গায় যে বর্ণগুলি কাছাকাছি রয়েছে তাদের মাঝে যেন একটা বেশী দূরত্ব রয়েছে। হিউমের প্রশ্ন হল যে, ঐ ব্যক্তির পক্ষে তাঁর নিজের কল্পনার সাহায্যে ঐ ফাঁকটুকু পূরণ করা কি সম্ভব? অর্থাৎ ব্যক্তিটি কি তাঁর কল্পনার সাহায্যে ঐ রঙের মাত্রাটির ধারণা করতে পারছেন, যে মাত্রাটির সংবেদন তিনি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কখনও লাভ করেন নি। হিউমের উত্তর হল, যে ব্যক্তিটি তা করতে পারবেন অর্থাৎ এটা করা সকলের পক্ষে সম্ভব না হলেও এটা কারও না কারও পক্ষে করা সম্ভব। এর দ্বারাই প্রমাণিত হল যে সরল ধারণা সর্বদাই প্রতিটি ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক ইন্দ্রিয়জ

Scanned by CamScanner

থেকে উৎপন্ন হয় না। তবে হিউম এই অভিমতও এই প্রসঙ্গে ব্যক্ত করেছেন যে, উপরে যে দৃষ্টান্ত দেওয়া হল তা একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত অর্থাৎ একটা বিশেষ ব্যতিক্রম এবং শুধুমাত্র এর ভিত্তিতে 'ধারণা ইন্দ্রিয়জ থেকে উৎপন্ন হয়'—এই সাধারণ নীতিকে পরিবর্তিত করার কোন প্রশ্ন উঠে না।

হিউমের মতে সব ধারণা, বিশেষ করে বিমূর্ত ধারণা (abstract ideas) স্বাভাবিক-ভাবেই ক্ষীণ এবং দুর্বোধ্য (faint and obscure)। এদের উপর মনের অধিকার খুবই অল্প; সদৃশ অন্যান্য ধারণার সঙ্গে তাদের গুলিয়ে ফেলার সম্ভাবনা থাকে এবং যখন আমরা কোন সুনির্দিষ্ট অর্থ ছাড়াই কোন একটি পদকে প্রায়ই ব্যবহার করি তখন আমাদের এই কল্পনা করার প্রবণতা জাগে যে, এই পদটির সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ধারণা যুক্ত হয়ে রয়েছে। বিপরীত পক্ষে, **সব ইন্দ্রিয়জ অর্থাৎ, সব সংবেদন**, বাহ্যই হোক বা আন্তর হোক শক্তিশালী এবং স্পষ্ট (all impressions, that is, all sensations, either outward or inward are strong and vivid): তাদের মধ্যে যে সীমারেখা সেগুলি আরও সঠিকভাবে নির্ধারিত হয় এবং তাদের সম্পর্কে কোন ভুল করা সোজা ব্যাপার নয়। কাজেই যখন আমাদের মনে এমন সংশয় জাগে যে কোন একটা দর্শন-বিষয়ক পদকে কোন অর্থ বা ধারণা ছাড়াই প্রয়োগ করা হচ্ছে, যা প্রায়শঃই করা হয়ে থাকে, তখন আমাদের অনুসন্ধান করা প্রয়োজন, কোন্ ইন্দ্রিয়জ থেকে ঐ ধারণাটি, যার সম্পর্কে সংশয় জেগেছে, উৎপন্ন হয়েছে (from what impression is that supposed idea derived) ? এক্ষেত্রে যদি কোন ইন্দ্রিয়জ আমরা নিরূপণ করতে অসমর্থ হই তাহলে আমাদের সংশয়ের সমর্থন মিলবে।

বিমূর্ত ধারণা সম্পর্কে হিউমের বক্তব্য

হিউম সবশেষে বলছেন যে, ধারণা সম্পর্কে তিনি যে সুস্পষ্ট আলোচনা করলেন, তাতে যুক্তিযুক্তভাবে এই প্রত্যাশা করা চলে যে তাদের প্রকৃতি এবং সত্তা (nature and reality)-কে কেন্দ্র করে যে সব বিতর্ক দেখা দিতে পারে সেগুলি দূর করা সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে পাদটীকায় হিউম **অন্তর বা সহজাত ধারণা** (innate ideas) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন যে, যারা অন্তর বা সহজাত ধারণা অস্বীকার করেছেন, তাঁরা সব ধারণাই আমাদের ইন্দ্রিয়জের নকল বা প্রতিরূপ নয়, তার অধিক কিছু বোঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয় না। অবশ্য হিউম একথা বলেছেন যে, এটা স্বীকার করতে হবে যে, ঐ সব দার্শনিক যে সব পদ প্রয়োগ করেছেন সেইগুলি খুব সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করেন নি বা সুস্পষ্টভাবে তাদের সংজ্ঞা নিরূপণ করেন নি,

Scanned by CamScanner

যাতে তাঁদের মতবাদ সম্পর্কে কোন ভুল বোঝাবুঝি দেখা না দেয়। অন্তর বা সহজাত (innate) বলতে কি বোঝায়? যদি অন্তর বা সহজাত পদটি যা স্বাভাবিক (natural) তাঁর সঙ্গে সমার্থক হয়, তাহলে মনের সব প্রত্যক্ষণ বা ধারণাকে অবশ্যই সহজাত বা স্বাভাবিক বলতে হবে, শেষোক্ত কথাটিকে যে অর্থেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, যা অসাধারণ, কৃত্রিম বা অলৌকিক তার বিপরীত বা বিরুদ্ধ অর্থে বা যে অর্থেই হোক না কেন।

অন্তর বা সহজাত শব্দটির বিভিন্ন অর্থ

যদি অন্তর বা সহজাত বলতে আমাদের জন্মের সমসাময়িক (contemporary to our birth) অর্থে বুঝি, তাহলে বিতর্কের ব্যাপারটি হবে তুচ্ছ ব্যাপার। তাছাড়া আমাদের চিন্তন ক্রিয়া কখন থেকে শুরু হয়, জন্মের পূর্বে, জন্ম সময় থেকে বা জন্মের পরে—এটা অনুসন্ধান করাও হবে গুরুত্বহীন ব্যাপার। এছাড়া, ধারণা শব্দটিকে সাধারণতঃ খুব অনির্দিষ্ট অর্থে (loose sense) গ্রহণ করা হয়। যেমন—লক বা অপরেরা করেছেন। তাঁরা ধারণা বলতে আমাদের যে, কোন প্রত্যক্ষণকে, সংবেদনকে এবং আবেগকে বুঝিয়েছেন। আবার সেই সঙ্গে চিন্তনকেও বুঝিয়েছেন। তাহলে, হিউম প্রশ্ন করছেন, এই অর্থে, আমার জানতে ইচ্ছা করে, কি অর্থ হয় যখন ব্যক্ত করা হয় যে আত্মঅনুরাগ, বা কোন আঘাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা বা স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে আসক্তি, অন্তর বা সহজাত নয়?

ইন্দ্রিয়জ এবং ধারণাকে ইতিপূর্বে যে অর্থে ব্যাখা করা হয়েছে সেই অর্থে গ্রহণ করে এবং অন্তর বা সহজাতকে যা পূর্ববর্তী কোন প্রত্যক্ষণের নকল বা প্রতিলিপি নয়—এই অর্থে বুঝে নিয়ে হিউম ঘোষণা করতে চান যে, আমাদের সব ইন্দ্রিয়জ হল অন্তর বা সহজাত এবং আমাদের ধারণা অন্তর বা সহজাত নয়।

হিউম অবশেষে বলেন যে, এটা আমার নিজের অভিমত যে মধ্যযুগীয় দার্শনিকবৃন্দ লককে এই রকম একটা প্রশ্নের মধ্যে টেনে নিয়ে এসেছিলেন, যাঁরা সুনির্দিষ্ট পদের ব্যবহার না করে আলোচনাকে বিরক্তিকর ভাবে অনেক দূর পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু যে প্রশ্নটির উপর আলোচনাকে নিবদ্ধ করার কথা, তা করেন নি। হিউম মন্তব্য করেন যে, এই সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও ঐ দার্শনিকদের প্রদত্ত যুক্তির ক্ষেত্রে অনুরূপ দুর্বোধ্যতা বা বাগাড়ম্বরপূর্ণ বাক্য ব্যবহারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয় বলে মনে হয়।

Scanned by CamScanner